কর্নাটক নির্বাচনে ধুয়ে মুছে সাফ আম আদমি পার্টি

নয়াদিল্লি/বেঙ্গালুরু, ১৬ মে : সদ্য সমাপ্ত কর্নাটক বিধানসভা নির্বাচনে ত্রিশঙ্কু অবস্থা তৈরি হলেও আম আদমি পার্টির কোনও জায়গাই করে নিতে পারেনি। কার্যত এই নির্বাচনে তারা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে। বিধানসভার ২২৪টির মধ্যে ২৯টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিলেন তারা। কিন্তু কোনও আসনেই জয় পায়নি আপ। ফলে কিছুটা হতাশ আপ নেতারা। কর্নাটকে দলের আহ্বায়ক পৃথ্বী রেড্ডি বুধবার নিজেই বলেছেন, 'এই নির্বাচনে আমাদের দল ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে। কিন্তু কেন এরকম হল বুঝতে পারছি না। কারণ প্রচারের সময় প্রচুর মানুষ আমাদের সমর্থন করেছেন। এখন বোঝা যাচ্ছে, তাদের সেই সমর্থন ভোটবাক্সে আমাদের পক্ষে কাজে আসেনি।' রেড্ডি নিজে দাঁড়িয়েছিলেন সর্বাজ্ঞনগর বিধানসভা কেন্দ্রে। সেখানে তাঁর মূল প্রতিপক্ষ ছিলেন কংগ্রেসের হেভিওয়েট প্রার্থী কে জে জর্জ। রেড্ডি এই কেন্দ্রে দ্বিতীয় স্থান পেলেও ভোট পেয়েছেন মাত্র ১, ৮৬১টি। অর্থাৎ কংগ্রেস প্রার্থীর থেকে তাঁর ভোটের হার অনেকই কম। রেণুকা বিশ্বনাথন আপের আর এক প্রার্থী যিনি শান্তিনগর থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এই রেণুকা নোটায় প্রাপ্ত ভোটের থেকে সামান্য কিছু ভোট বেশি পেয়েছেন। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার কর্নাটক বিধানসভায় ভোটের ফলাফল প্রকাশিত হয়। বিধানসভা ত্রিশঙ্কু হয়েছে অর্থাৎ কোনও দলই ম্যাজিক ফিগারের কাছাকাছি পৌঁছায়নি। বিজেপি ১০৪টি আসন পেয়ে এককভাবে সবচেয়ে বড় দল হিসেবে উঠে এলেও তারাও যতদূর সম্ভব সরকার গড়তে পারছে না। কারণ কংগ্রেস ৭৮টি আসন পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। সোনিয়া গান্ধির কৃশলী চালে জেডিএসের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে সম্ভবত সরকার গড়তে চলেছে। জেডিএস পেয়েছে ৩৭টি আসন। দেবেগৌড়ার ছেলে কুমারস্বামীকে মুখ্যমন্ত্রী করে সেখানে সরকার গড়তে মরিয়া কংগ্রেস। কাজেই আপ কোনও নির্ণায়ক শক্তি হয়ে উঠতে পারল না, শুধু তাই নয় দক্ষিণের একটি রাজ্যেও তারা এখনও পর্যন্ত পা রাখতে পারেনি। অন্যদিকে আপ থেকে বহিষ্কৃত যোগেন্দ্র যাদবের স্বরাজ ভারত এই নির্বাচনে ১১টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও কোনও আসন পায়নি। তবে যাদব দাবি করেছেন, তাঁরা মোট ভোট পেয়েছেন ৭৯,৪০০টি। এই সূচনাকে তিনি যথেষ্ট ইতিবাচক বলে মনে করছেন। একেবারে প্রথম একটি বিধানসভা নির্বাচনে অংশ নিয়ে এই ফল আশাপ্রদ বলে ধারণা স্বরাজ ভারতের।

মানুষকে সতর্ক করতে পুলিশ এবার বলিউডের শরণাপন্ন

মুম্বই, ১৬ মে : হেলমেট ব্যবহার করার জন্য স্কুটার আরোহীদের বহুবার আবেদন-নিবেদন করে কাজ হয়নি। তাই এবার এক অভিনব পথ নিয়েছে মুম্বই পুলিশ। তারা বলিউডের জনপ্রিয় গান 'ঘর সে নিকালতে হি...কুছ দূর চলতে হি..' গানটি দিয়ে ট্রাইট করেছে হেলমেটের প্রচার চালাতে। গানটি গেয়েছেন বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী উদিত নারায়ণ।'পাপা কহতে হ্যায়'ছবির জন্য তিনি গানটি গেয়েছিলেন। ট্রাইট করে দু'টি ছবি দেওয়া হয়েছে। একটিতে দেখা যাচ্ছে, মাথায় হেলমেট না পরে এক যুবক স্কুটারে উঠছে। আর একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে, মুম্বইয়ের ট্রাফিক কনস্টেবল তার হাতে চালান গুঁজে দিচ্ছে। প্রথম ছবিটিতে ক্যাপশন রয়েছে, 'ঘর সে নিকালতে হি', অন্য ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে, পুলিশ কর্মী বলছেন, 'কুছ দূর চলতে হি'। মুম্বই পুলিশ এই ছবি ট্রাইট করার সঙ্গে সঙ্গে তা ভাইরাল হয়েছে। প্রসঙ্গত, চলতি মাসের গোড়াতে ইভটিজারদের উদ্দেশ্যেও এরকম একটি বার্তা প্রচার করেছিল মুম্বই পুলিশ। সেখানে ট্রাইট করে বলা হয়েছিল, 'ইফ ইউ ফলো হার, উই উইল গিভ ইউ এ ফলো ব্যাক'।

যমুনার জলবণ্টন ২১ মে পর্যন্ত অপরিবর্তিত রাখার দাবি শীর্ষ আদালতে হরিয়ানার

নয়াদিল্লি, ১৬ মে : হরিয়ানা সরকার সুপ্রিম কোর্টে বুধবার জানাল, আগামী ২১ মে পর্যন্ত যমুনা নদীর জলবণ্টনের বিষয়টি অপরিবর্তিত রাখতে হবে। হরিয়ানা সরকারের এই আবেদনের পর শীর্ষ আদালত এদিন দিল্লি সরকার এবং দিল্লির জলবোর্ডকে (ডিজেবি) অনুরোধ জানাল, হরিয়ানায় জল জোগানের কাজটি অপরিবর্তিত রাখার জন্য। সেইসঙ্গে হরিয়ানাকে এ বিষয়ে স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাও দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি মদন বি লোকুড় এবং বিচারপতি নবীন সিনহাকে নিয়ে তৈরি বেঞ্চ বুধবার জানিয়েছে, আপার যমুনা রিভার বোর্ডের উচিত বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা। বেঞ্চ আরও বলেছে, বিষয়টি আরও উপযুক্ত হয় যদি দিল্লি সরকার আপার যমুনা রিভার বোর্ডের কাছে বিষয়টি নিয়ে সরাসরি আলোচনার জন্য প্রস্তাব করে। প্রসঙ্গত, দিল্লি জলবোর্ড সুপ্রিম কোর্টে যমুনার জলবণ্টন নিয়ে একটি আবেদন করেছিল। কিন্তু দিল্লি সরকার ডিজেবি'র করা সেই আবেদন প্রত্যাহার করে নেয়। এরপরই দিল্লি সরকারের পক্ষে জানানো হয়, শীর্ষ আদালতের বেঞ্চের নির্দেশ মেনে তারা আপার যমুনা রিভার বোর্ডের সঙ্গে অবিলম্বে আলোচনায় বসবেন যাতে হরিয়ানা সরকার পানীয় জলের জোগান অব্যাহত রাখে। দিল্লি ও হরিয়ানার মধ্যে বিষয়টি আপসে মিটিয়ে নেওয়ার কথাও বলেছে বেঞ্চ। সেদিকেও লক্ষ্য রেখেই দিল্লি সরকার আলোচনায় আগ্রহী। প্রসঙ্গত, ১৯৯৫ সালে কেন্দ্রীয় সরকার দিল্লির জল সমস্যা মেটাতে তৈরি করে দেয় আপার যমুনা রিভার বোর্ড। এই বোর্ডের কাজ হবে হরিয়ানার সমস্ত বাঁধ থেকে জল নিয়ে দিল্লির ওখলা ব্যারেজে জোগান দেওয়া যাতে রাজধানীতে পানীয় জলের জোগান অব্যাহত থাকে। উত্তর প্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, হরিয়ানা, রাজস্থান এবং দিল্লি সরকার অর্থাৎ ৬ রাজ্যের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি মেনেই এই ব্যবস্থা বজায় রাখার কথা বলা হয়। চুক্তির সময় আশা করা হয়েছিল, হরিয়ানার আপার যমুনা রিভার বোর্ড দিল্লিতে জল সরবরাহ অব্যাহত রাখার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেবে।

কিন্তু তারা সেই কাজ না করায় গত ১১ মে শীর্ষ আদালত আপার যমুনা রিভার বোর্ডের কাজের নিন্দা করে। এই বোর্ড যমুনা নদীর জল বেনিফিসিয়ারি রাজ্যগুলির মধ্যে সঠিকভাবে বণ্টন না করায় বোর্ডের তীব্র নিন্দা করে শীর্ষ আদালত বলে, আদালতগুলিকে নিজের কাজ এবার করতে দেওয়া উচিত। প্রসঙ্গত, হরিয়ানা সরকার এর আগেই শীর্ষ আদালতকে জানিয়েছিল, তারা জল সংকটে ভুগছে। কারণ যমুনানগর জেলায় অবস্থিত হাথনিকুণ্ড ব্যারেজ থেকে অর্ধেক জল সরবরাহ করা হচ্ছে ওই রাজ্যে। হরিয়ানা জানিয়েছে, ১৫ মে পর্যন্ত ১৫০ কিউসেক জল দিল্লিকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দিল্লির দাবি, রাজধানীর পানীয় জল ব্যবস্থা বজায় রাখতে হলে প্রতিদিন ১২০ কিউসেক যমুনার জল দরকার।

সারা বিশ্বে শুরু হল পবিত্র রমজান মাস। বুধবার ওয়াহাটির ফ্যান্সি বাজারে রমজান মাস উপলক্ষে বিপুল পরিমাণে শিমুই আমদানি।

হালকা বৃষ্টি, বজ্রপাত ও ভয়ঙ্কর ধূলিঝড় দিল্লিতে , আগামী কয়েক ঘণ্টাতে আরও বৃষ্টি ও ধূলিঝড়ের সতর্কবার্তা

নয়াদিল্লি, ১৬ মে : রাজধানী দিল্লিতে হালকা বৃষ্টিকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাপক ধূলিঝড় বয়ে গেল বুধবার। সেইসঙ্গে বেশকিছু বাজও পড়ল। ঝড়ের গতি ছিল ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার। সঙ্গী ছিল ধূলি। ফলে সারা শহর বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে দিনের ব্যস্ত সময়ের এই প্রবল ধূলিঝড়ে। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সম্পত্তি এবং গাড়ির ক্ষয়ক্ষতির কথা জানা গেছে। তবে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, দিল্লি এবং সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে, বিশেষ করে রোহতক, গুরগাঁও, শোনপত এবং মিরাটে আরও ঝড়ের আশঙ্কা রয়েছে আগামী কয়েক ঘণ্টায়। সেইসঙ্গে প্রবল বৃষ্টিপাতও হতে পারে।

তবে সাধারণ মানুষের কাছে আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেছে ধূলিঝড় এবং বজ্রপাত। কারণ ইতিমধ্যেই বজ্রপাতে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। মৌসম ভবনের খবর অনুযায়ী, রাজধানী দিল্লির পাশাপাশি পাঞ্জাব, হরিয়ানা, ছত্তিশগড়, পশ্চিম উত্তর প্রদেশ, বিদর্ভ, বিহার, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশের উত্তরের উপকূলবর্তী অঞ্চল, কর্নাটকের দক্ষিণের অঞ্চলগুলি, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, লাক্ষাদ্বীপ ও কেরলে ব্যাপক ধূলিঝড় ও বজ্রপাত হতে পারে।

মঙ্গলবারই দিল্লিতে ঝড়বৃষ্টিতে দেওয়াল চাপা পড়ে ২ ব্যক্তির মৃত্যু হয়। আহত হন ১৮ জন। ১০৯ কিলোমিটার বেগে ঝড়ে সফদরজঙ্গ অঞ্চলে বিকেল ৪.৪০ মিনিট নাগাদ ওই ধূলিঝড় শুরু হয়। ছিল ঠিক ২ মিনিট। বিকেল ৪.৩৩ মিনিট নাগাদ মঙ্গলবার পালামের উপর দিয়েও বয়ে গিয়েছিল ধূলিঝড়। প্রবল ধূলিঝড়েবৃধবার প্রায় ২০০ গাছ পড়েছে। নজফগড়, ট্রানজিট ক্যাম্প, নেহরু প্লেস, মোহন গার্ডেন, উত্তম নগর, পালামের রাজনগরের মতো এলাকাগুলিতে বুধবার প্রবল ঝড়ে প্রায় ২০০ গাছ ভেঙে পড়ে। পূর্ব দিল্লির পতপরগঞ্জে ঝড়ের সময় গাছ উপড়ে পড়ায় সোমাবতী সিনহা (৫৬) নামে এক প্রৌঢ়ার মৃত্যু হয়। আর একটি ঘটনায় দক্ষিণ-পূর্ব দিল্লির জয়িতপুরে একটি বহুতল বাড়ির তিনতলা থেকে পড়ে ১৯ বছরের কিশোর রোহিতের মৃত্যু হয়।

প্রায় প্রতিদিন নিয়ম করে ধূলিঝড়, বৃষ্টি ও বজ্রপাতের ফলে দিল্লির বহু জায়গাতেই বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। ওইসব অঞ্চলে বিদ্যুৎ সংযোগের কাজও শুরু হয়ে গেছে। দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় বুধবার সকালের ব্যস্ত সময়ে যান চলাচলও ব্যাহত হয়। ধূলিঝড়ের কারণে দিল্লি বিমানবন্দরে এদিন বিমান ওঠানামাও বন্ধ রাখা হয়। কমপক্ষে ৪০টি উড়ানকে অন্য পথে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। আরও ২৪টি উড়ান অনেক দেরিতে দিল্লি বিমানবন্দর ছেড়ে যায়। রেল স্টেশনগুলিতে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। ব্যাহত হয় মেট্রো চলাচল। ওভারহেড ইলেকট্রিকের তার মেট্রো লাইনে ছিঁড়ে পড়ায় বেশ কিছুক্ষণ বন্ধ ছিল মেট্রো চলাচল। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ হন মানুষ। পরে অবশ্য ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

গোদাবরীতে নৌকাডুবি, ১৭ জন উদ্ধার, নিখোঁজ ২৩

হায়দরাবাদ, ১৬ মে : অন্ধ্রপ্রদেশের পূর্ব গোদাবরী জেলায় নৌকাডুবিতে কমপক্ষে ২৩ জন নিখোঁজ হয়েছেন। তবে ১৭ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। ওই নৌকাটিতে কমপক্ষে ৪০ জন যাত্রী ছিল। নিখোঁজদের সন্ধানে সঙ্গে সঙ্গে বিপর্যয় মোকাবিলা টিম এবং খাঁরা উদ্ধার হয়েছেন তাঁদের জন্য সাহায্য পাঠানো হয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু এবং উপ মুখ্যমন্ত্রী (স্বরাষ্ট্র) এন চায়না রাজাপ্পা টেলিফোনে পূর্ব গোদাবরী জেলার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারের সঙ্গে কথা বলেন। এই ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া জেলাশাসককে নিখোঁজদের অবিলম্বে খুঁজে বের করতে বিশেষ দল গঠনেরও নির্দেশ দিয়েছেন।

জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা ফোর্স, রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা ফোর্স এবং ইস্টার্ন নাভাল কমান্ড যৌথভাবে এই অভিযান পরিচালনা করছে। জানা গেছে, নদীর পড়ে অসংখ্য মানুষ তাদের প্রিয়জনের খোঁজে ভিড় করছে। কারণ এর আগেও নৌকাডুবিতে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল তা নিয়ে বিভিন্ন মতামত জানা গেছে। তবে জেলা প্রশাসন দাবি করেছে, দুর্ঘটনার কারণ ওই অঞ্চলে বয়ে যাওয়া প্রবল বাতাস। বাতাসের ফলেই নৌকাটি উল্টে যায়। প্রয়োজনের তুলনায় বেশি যাত্রী নৌকায় তোলা হয়েছিল বলে অভিযোগ। ডুবে যাওয়া নৌকাটি রাজা মহেন্দ্র ভরম যাচ্ছিল। কোন্ডামোডালু থেকে রওনা হওয়ার সময়ও বোঝা যায়নি সামনে কী বিপদ ঘনিয়ে আসছে। নৌকাটি ১০ মিনিট যাওয়ার পরই শুরু হয় ভারী বৃষ্টি। সেইসঙ্গে বয়ে যায় প্রবল বাতাস। জেলা প্রশাসনের মতে, এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণেই ছোট নৌকাটি আর ভাসামায় রাখতে পারেনি। সেটি ডুবে যায় গোদাবরীতে। তবে জেলা প্রশাসন মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে একটি তদন্তকারী দল গড়েছে। ওই তদন্তকারী দলটি বুধবার থেকেই কাজ শুরু করেছেন বলে জানানো হয়েছে।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নোংরা রাজনীতির অভিযোগ শাহ'র

নয়াদিল্লি/বেঙ্গালুরু, ১৬ মে: দেবেগৌড়া পুত্র কুমারস্বামী যখন মুখ্যমন্ত্রীর লড়াইয়ে নিজের ক্ষমতা প্রতিপন্ন করতে বেঙ্গালুরুতে রাজভবনে কংগ্রেস-জেডিএস বিধায়কদের নিয়ে প্যারেড করে নিজের ক্ষমতা দেখাতে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় দিল্লিতে বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ কংগ্রেসকে ওঁড়িয়ে দিয়ে বিজেপিকে কর্নাটকের একক সর্ববৃহৎ দল হিসেবে আনার জন্য ভোটদাতাদের ধন্যবাদ দিলেন। প্রসঙ্গত, কর্নাটক বিধানসভা নির্বাচনে কোনও দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার কাছাকাছি পৌঁছতে পারেনি। তবে বিজেপি এক বৃহত্তম পার্টি হিসেবে উঠে এসেছে। এরপরই কংগ্রেস জেডিএসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সরকার গড়তে তৎপর হয়েছে। বিজেপি, কংগ্রেস-জেডিএস নেতারা রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল ভাজুভাই বালার সঙ্গে দেখা করে সরকার গড়ার দাবি করেছেন। এদিকে অমিত শাহ কর্নাটকের মানুষ কংগ্রেসকে যেভাবে ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন সেজন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছেন, এ নিয়ে ১৫টি রাজ্যে জয়লাভ করে ক্ষমতায় এল বিজেপি। কিন্তু একইসঙ্গে তিনি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নোংরা রাজনীতির খেলায় মেতে ওঠার জন্য অভিযোগ করেছেন। শাহ'র দাবি, মানুষ এখন যথেষ্ট বুদ্ধিমান। তাই নানা প্রলোভনে তাঁরা কংগ্রেসের দিকে হাত বাড়ানি। তাদের নোংরা পোশাকের মতোই ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন। স্বাধীনতার পর থেকে দেশে যতগুলো নির্বাচন হয়েছে, সব ক'টি নির্বাচনে কংগ্রেস এই নোংরা খেলা খেলেছে। যদিও তাদের সেই উদ্দেশ্য সফল হয়নি। বল এখন রাজ্যপালের কোর্টে। রাজ্যপাল বালাই সিদ্ধান্ত নেবেন বিজেপি না কংগ্রেস কোন দল ক্ষমতায় আসবে।

দলত্যাগী বিধায়কদের ১ বছরের জন্য ভোটে দাঁড়ানো নিষিদ্ধ হোক : ওমর

শ্রীনগর, ১৬ মে : কর্নাটকে কোটি টাকার বিনিময়ে বিধায়ক কেনাবেচার খেলা শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠতেই জম্মু-কাশ্মীরের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা বলেছেন, ঘোড়া কেনাবেচা বন্ধ করতে বিধায়কদা দলত্যাগ করলেই তাদের এক বছর নির্বাচনে দাঁড়ানো নিষিদ্ধ করা হোক। ৮ জন বিধায়ক কম থাকা সত্ত্বেও বিজেপি কেরাজ্যপাল ভাজুভাইবালা সরকার গড়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন জানতে পারার পরই ওমর এই মন্তব্য করেছেন। তাঁর আরও দাবি, শুধুমাত্র এই সব বিধায়কদের দলত্যাগ বন্ধে কিছু আইনপ্রণয়ন করলেই হবে না, কারণ অনেকেই তাদের নতুন দলের পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়বেন। প্রয়োজন তাদের এক বছর ভোটে দাঁড়াতে না দেওয়া, যাতে ফের তারা এই ধরনের অসাধু ব্যবসার শরিক হতে না পারেন।

কর্নাটকের রাজ্যপাল আসলে বিজেপি সদস্য : দাবি

মুম্বই, ১৬ মে : কর্নাটকের রাজ্যপাল ভাজুভাই বালা কাকে সরকার গড়তে দেবেন, তা নিয়ে প্রবল জল্পনা চলছে। বিজেপি বিরোধীদের আশঙ্কা, ভাজুভাই হয়তো কংগ্রেস-জেডিএসকে সরকার গড়তে না ডাকতে পারেন। আর এই প্রবল আশঙ্কা থেকেই শুরু হয়ে গেছে সমালোচনা। যেমন বলিউডের অভিনেতা ও মুম্বইয়ের প্রয়াত বিশিষ্ট পরিচালক-প্রযোজক যশ চোপড়ার নাতি উদয় চোপড়া বুধবার মাইক্রোব্লগিং সাইট ট্যুইটারে ক্ষোভে ফেটে পড়ে বলেছেন, কর্নাটকের রাজ্যপাল ভাজুভাই বালার পিছনে রাজনৈতিক মদত রয়েছে। 'ধুম' খ্যাত অভিনেতা তাঁকে 'বিজেপি গাই' বলেও তকমা দিয়েছেন।

কর্নাটকে নির্বাচন হয় গত ১২ মে। তারপর থেকেই বিভিন্ন একজিট পোলে জানানো হতে থাকে, সেখানে বিধানসভা ত্রিশঙ্কু হবে। তারপর থেকেই সেখানে শুরু হয়ে গেছে রাজনীতির খেলা। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী জেডিএস-এর কুমারস্বামী বলেছেন, কোটি-কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে ঘোড়া কেনাবেচার খেলায়। কার্যত ঘোড়া কেনাবেচার খেলায় কার্যত কুমারস্বামীর সুরে সুর মিলিয়ে বলিউডের অভিনেতা উদয় চোপড়া রাজ্যপালকে উপহাস করে বিজেপি সদস্য হিসাবে তকমা দিয়েছেন। তবে চোপড়ার আগে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জিকেও অনেকেই ট্যুইটারে রাজনীতির লোক বলেই চিহ্নিত করেছিল। কারণ রাষ্ট্রপতি হওয়ার অনেক আগে থেকেই তিনি কংগ্রেসের প্রতি অনুগত ছিলেন।

তবে কর্নাটকের নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর কোন দল সরকার গড়বে, তা নিয়ে বলিউডের এক নবীন অভিনেতার এই নাক গলানো যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ চোপড়ারা তো নয়ই, বলিউডের সঙ্গে যুক্ত কাউকেই সাধারণত রাজনীতি নিয়ে এমন খোলামেলা মন্তব্য করতে শোনা যায় না। এমনকি রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকলেও বচ্চন পরিবারকেও কোনওদিন এভাবে রাজনীতি নিয়ে খোলামেলা মন্তব্য করতে শোনা যায়নি। বরং শেষের দিকে রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে অভিনয়কেই আশ্রয় করেছেন বিগ-বি।

পরিবার ও সমাজের কল্যাণের জন্য ভগবান শিবের উদ্দেশে পবিত্র গঙ্গাজল প্রয়াগ থেকে নিয়ে যাচ্ছেন ভক্তরা।

সেন্ট স্টিফেন্সে ২১ মে থেকে ভর্তি শুরু

নয়াদিল্লি, ১৬ মে: দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সেন্ট স্টিফেন কলেজে ২১ মে থেকে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কোর্সে ভর্তি শুরু হবে। কলেজ কর্তৃপক্ষ বুধবার একথা জানিয়েছেন। সেন্ট স্টিফেন্সের মতো অভিজাত কলেজে ভর্তি নিয়ে স্বভাবতই উদ্বেগে থাকে ছাত্রছাত্রীরা। এই কলেজে ভর্তির দিন ঘোষণা না করায় সেই উদ্যোগ আরও বাড়ছিল।

কর্নাটকে নাটক শুরু সরকার গঠন নিয়ে

বেঙ্গালুরু, ১৬ মে : কর্নাটকে ভোটের ফল প্রকাশিত হয়েছে। বুধ ফেরত সমীক্ষার ফলাফল অনেকটাই মিলে গেছে নির্বাচনী ফলের সঙ্গে। এই সমীক্ষাকে দাবি করা হয়েছিল, ত্রিশঙ্কু বিধানসভা হতে চলেছে। কার্যত ত্রিশঙ্কুই হয়েছে বিধানসভা। বিজেপি ২২৪ সদস্যবিশিষ্ট বিধানসভায় ১০৪টি আসন পেয়ে এককভাবে সবচেয়ে বড় দল হিসেবে উঠে এলেও সরকার গড়তে পারবে কি না, সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কারণ কংগ্রেস ও জনতা দল সেকুলারের মিলিত সদস্য সংখ্যা তাদের চেয়ে অনেকটাই বেশি। আর নির্বাচনী ফলাফলের ট্রেন্ড দেখেই সঙ্গে সঙ্গে আসরে নেমে পড়েন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি। তিনি গুলাম নবি আজাদকে নির্দেশ দেন, কুমারস্বামীকে মুখ্যমন্ত্রী করে অবিলম্বে জোট সরকার গঠনের। তাই মঙ্গলবার ফলাফল প্রকাশ শেষ হতেই কংগ্রেস ঝাঁপিয়ে পড়ে সরকার গড়ার জন্য। এদিকে বিজেপিও বসে নেই। তারাও রাজ্যপালের কাছে সরকার গড়ার দাবি নিয়ে। কর্নাটকের কুর্সি অনেকটা নাগরদোলার মতো ঘুরপাক খাচ্ছে দু'পক্ষের নাকের ডগায়। একদিকে বিজেপি, অন্যদিকে কংগ্রেস, মাঝখানে জেডিএস। এই তিন তরফের দড়ি টানাটানিতে উঠছে ঘোড়া কেনাবেচার অভিযোগও। এছাড়া এর মধ্যে কংগ্রেস এবং জেডিএসের কয়েকজন ননবিধায়কের বিধায়ককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলেও অভিযোগ। বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী বি এস ইয়েদুরাপ্পা আবার রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে সরকার গঠনের দাবি জানিয়ে এসেছেন। কংগ্রেস আর জেডিএসও একই দাবি নিয়ে গিয়েছে রাজভবনে।

Andaman & Nicobar Administration
Directorate of Health Services

RE-e-TENDER NOTICE

Online tender is invited by Directorate of Health Services Port Blair on behalf of President of India for the following tender inquiries:

S No.	Tender Enquiry No.	Brief Description	Due date Upto 3:pm
1	CMS/4-2/Tender/Transit/2018-19/654 dated 10/05/2018	Re-e Tender-II for supply of required number of goods carrier (trucks) with hoods for loading and unloading and transportation of medicines and other department stores of Directorate of Health Services, Port Blair on as and when required basis for the year 2018 19	07/06/2018

Complete tender documents are available in the e-tender portal (https://eproc.andaman.gov.in) and GoI Central Public Procurement Portal (http://eprocure.gov.in/cppp). The tender should be submitted online as per the tender document. For the further detail please contact over Phone no.9933271166, 080 40482000 for assistance.

Tender ID: DHS257 **Director of Health Services**

2225/18